১০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

কুমিল্লা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি ঃ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

॥ নুরুর রহমান ॥

রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতির মাধ্যমে ২৮৬ জন পরীক্ষার্থীকে অবৈধভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার দায়ে দুর্নীতি দমন বিভাগ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ৭ জন কর্মচারীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ৪টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছে। কুমিল্লা কোতোয়ালি থানায় এই চার্জশিট দাখিল করা হয়। এদের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ ও ২ জন প্রধান শিক্ষকও রয়েছেন।

১৯৯৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি লোগাং উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৬ জন পরীক্ষার্থীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় স্কুলটির প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার চাকমা, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের নিম্নমান সহকারী মোঃ আবুল খায়ের তালুকদার ও সৈয়দ মকবুল আহমেদকে দায়ী করে চার্জশিট দেয়া হয়েছে। সৈয়দ মকবুল আহমেদ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং আন্তঃ বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব। একই বছর চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া এসবি মল্লিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯৮ জন পরীক্ষার্থীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হরেন্দ্র লাল দাস ও করণিক উষা কিরণ চৌধুরী এবং শিক্ষা বোর্ডের উচ্চমান সহকারী মোঃ সেলিমকে চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়। একই সালের এইচএসসিতে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার এম শাহ আলম চৌধুরী কলেজের ১১৯টি ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের দায়ে কলেজটির অধ্যক্ষ কিশোর কুমার বড়ুয়া, বোর্ডের নিম্নমান সহকারী মোরশেদা আক্তার ও নিম্নমান সহকারী মুজাম্মেল হককে দায়ী করে চার্জশিট দাখিল করা হয়। রাঙ্গামাটির কাউখালী থানার পোয়াপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৩ জন পরীক্ষার্থীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়ায় স্কুলটির প্রধান শিক্ষক অমরেন্দু রোয়াজা ও করণিক সুশীল চৌধুরী এবং শিক্ষা বোর্ডের নিম্নমান সহকারী আবু মুসা মোঃ মোস্তফা ও সৈয়দ মকবুল আহমেদকে চার্জশিটে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

শেয়ার ঃ মার্কেট সার্ভিল্যান্স

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করা হবে।

শেয়ার লেনদেনে ম্যানিপুলেশন ঠেকাতে সার্ভিলেন্স টিম অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শেয়ারদর বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন কোম্পানির ট্রেডিং বন্ধ করতে পারবে।

সার্কিট ব্রেকারের উপর এসইসি'র একক কর্তৃত্ব উঠে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে ঢালাওভাবে সার্কিট ব্রেকার থাকছে না। এসইসি প্রয়োজনে পুনরায় পূর্ণ সার্কিট ব্রেকার আরোপের ক্ষমতা রাখে। গত ৫ই জানুয়ারির এসইসি ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিএসই গতকাল সার্কিট ব্রেকার সম্পর্কিত সুপারিশ এসইসিতে জমা দিয়েছে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ শিগগিরই জমা দেবে। সার্কিট ব্রেকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিএসই সার্ভিলেন্স টিম গঠনের সুপারিশ করেছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সার্কিট ব্রেকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সার্ভিলেন্স টিমের উপর ন্যস্ত করা হবে।

বর্তমানে শেয়ার বাজারে ১০ শতাংশে সার্কিট ব্রেকার চালু আছে। সার্কিট ব্রেকার আরোপ করা হয় ১৯৯৬ সালের ৯ই অক্টোবরে।